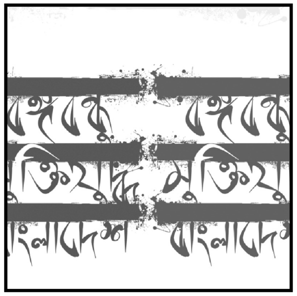

বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ

শামসুজ্জামান খান

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৪২৭ মার্চ ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

Bangobondhu Muktijuddho Bangladesh by **Shamsuzzaman Khan**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : March 2021

Price : 350.00
US $ 15

ISBN 978 984 95575 9 3

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন

http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

সহোদরা প্রতিম
বেবী মওদুদের
স্মরণে

ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ একটি অবিচ্ছিন্ন সত্তা। বাংলাদেশের কয়েক হাজার বছরের ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের ধারায় নানা জাতিগোষ্ঠীর আগ্রাসন, সংঘর্ষ-সমন্বয় ও বিবর্তন-রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে সুস্থ, সুন্দর, মানবিক যুক্তিনিষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মত রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এমন একটি রাষ্ট্র নির্মাণ সুকঠিন। বহু মানুষের চিন্তা-চেতনা, সংগ্রাম-সাধনা ও ত্যাগতিতিক্ষা ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নানা পর্যায়ে নির্মিত হয় এর বাস্তব ভিত্তি। আর সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নানা বাধাবিপত্তি, মতদ্বৈত-বিরোধ-ভিন্নমত-পিছুটান-সুবিধাবাদিতা বিশ্বাসঘাতকতা-বৈরিতা-জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে যখন একজন মানুষ সকল মানুষের শক্তি ধারণ করে হিমালয়প্রতিম উচ্চতায় উঠে আসেন তখনই সেই জাতির মাহেন্দ্রক্ষণ। দানবীয় প্রতিপক্ষের 'মলোক' (Moloch) তাকে ধ্বংস করতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা ও দীক্ষা থেকে জন্ম নেয় শতসহস্র তারই প্রতিরূপ দানব-বিধ্বংসী শত্রু বাহিনী। তারাই তাদের মূল সত্তার নির্দেশ ও নেতৃত্বে গড়ে তোলে তাদের বংশপরম্পরার স্বপ্নের দেশ—বাংলাদেশ।

এ বইয়ের প্রবন্ধসমূহ তারই ইতিকতা, কখনো বিস্তারে, কখনো সংক্ষেপিত কখনো-বা ইঙ্গিতময়তায়।

শ্যামলী, ঢাকা

শামসুজ্জামান খান

সূচিপত্র

বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি ও বাঙালি মুসলমান ১১
ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ ১৯
বাঙালির সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রচিন্দ্ড়া ২৮
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ : তার গড়ে ওঠা ও বর্তমান রূপ ৩৯
আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান ৪৯
বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্র : পাকিস্ড়ন থেকে বাংলাদেশ ৫৭
বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র ও তার অন্বিষ্ট ৬১
জন্মশতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনচর্চা ও তাঁর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সংগ্রাম ৬৬
শেখ মুজিব কেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্রষ্টা এবং বাঙালি জাতির জনক ৭৭
চির-সমুজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু ৯৩
বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ-ব, শোষিতের গণতন্ত্র ও স্বৈরাচারীদের কূটকৌশল ৯৬
কুসুমিত ইস্পাত : বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ১০০
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, একাত্তরের দিনগুলি ও জাহানারা ইমাম ১০৭
মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্ড়ব রূপ চাই ১১২
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ১১৮
মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ১৩২
বুকে রাইফেলের নল ১৩৬
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হারানোর দুর্ভাবনা ১৪৪
বঙ্গবন্ধুর লেখা বইগুলো সম্পাদনার গৌরব : আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্জন ১৪৭
বঙ্গবন্ধুর নতুন বই : আমার দেখা নয়াচীন ১৫৬
বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী : বাংলার ইতিহাসের অনন্য দলিল ১৬৩
ইতিহাসের অনন্য গৌরব বঙ্গবন্ধু : সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ১৬৭

বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের বিজয় ১৭২

বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি ও বাঙালি মুসলমান

দেশ, নাম ও ভাষার বিকাশ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। এর আদি নিদর্শন হিসেবে ভাষা সাহিত্যের প[ি]তেরা[১] চর্যাপদকে চিহ্নিত করেছেন। বাংলা ভাষা ও বাঙালির বাসভূমি বঙ্গ বা বাংলা বহু জটিল পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপে স্থিত হয়েছে। এখন আমাদের ভাষার নাম *বাংলা ভাষা*, দেশের নাম *বাংলাদেশ*। একজন প্রখ্যাত প[ি]ত বলেছেন : "ভাষা লইয়া দেশ। যে দেশের ভাষা বাঙ্গালা তাহাই বাঙ্গালা দেশ।"[২] বহু বিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিককালে বঙ্গ, বাংলা বা বাংলাদেশ নামগুলো ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে। বাংলা ভাষা এবং দেশ নাম হিসেবে বঙ্গ বা বাংলার বিবর্তনেরও দীর্ঘ ইতিহাস আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার বলেছেন : "বাঙ্গালা ভাষার যখন উৎপত্তি হয় তখন সে বাঙ্গালা দেশের সীমানা ছাপাইয়া বেশ খানিক দূর অবধি বিস্ড়ৃত ছিল। বাঙ্গালা ভাষা যাহা হইতে অব্যবহিতভাবে উৎপন্ন সেই প্রত্নভাষা— অর্থাৎ বাঙ্গালা-অসমিয়া, প্রত্ন-মৈথিল ও প্রত্ন-ওড়িয়া— তাহার ক্ষেত্র আরও বিস্ড়ীর্ণ ছিল।"[৩]

দেশ নাম বা অঞ্চল হিসেবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নাম অষ্টম-নবম শতক পর্যন্ড় ছিল সুহ্ম। আবার প্রায় একই সময়ে রাঢ় বা গৌড় নামেও পরিচিত ছিল এ অঞ্চল। আর আধুনিককালের পূর্ববঙ্গের পরিচয় ছিল *বঙ্গ*।[৪] অতএব, দেখা যাচ্ছে মূল বঙ্গ বলতে একালের পূর্ববঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশকেই বোঝাত। 'বঙ্গ' নামটি ঋগ্‌বেদে নেই, তবে ঐতরেয় আরণ্যকে[৫] আছে। আড়াই-তিন হাজার বছর আগে এ অঞ্চল জলাভূমি ও জঙ্গলময় ছিল। বাংলার ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায় *একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী*তে বঙ্গ শব্দজাত *বঙ্গাল* শব্দটি

পাওয়া যায়।[৬] এ নাম পূর্ববঙ্গের, আর সমগ্র বাঙ্গালা দেশ বোঝাতে *গৌড়বঙ্গাল* শব্দটি ব্যবহৃত হতো।[৭] *বাঙ্গালা* নামটি মুসলমান অধিকারের গোড়ার দিকেই চালু হয়েছিল। ফারসি '*বঙ্গালহ*' হতে পর্তুগিজ *বেঙ্গালা* (Bengala) এবং ইংরেজ আমলে বেঙ্গল (Bengal) হয়েছে।[৯] অষ্টাদশ শতকের আগে বাঙ্গালা ভাষার কোনো নাম ছিল না। সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা জানতেন প[ি]তদের ভাষা সংস্কৃত আর আমজনতার ভাষা দেশি বা লৌকিক। সেটাই তাদের মাতৃভাষা। উনিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশকে প[ি]তেরা বাংলা ভাষাকে বলতেন গৌড়ীয় ভাষা।[১০] রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ গ্রন্থের নামও গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ (১৮৩৩)। বাংলা ভাষাকে '*বঙ্গভাষা*' হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে মুসলিম অনুষঙ্গে। উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ফারসি *গোলেবকাঅলির ইতিহাস* (১৮৪২) অনুবাদ করতে গিয়ে ভূমিকায় বলেন : "পারস্য হইতে এই ইতিহাস সার/ইচ্ছা হৈল বঙ্গভাষে করিতে প্রচার"।[১১] সেই থেকে খ্রিষ্টান মিশনারিদের রচনায় বাঙ্গালী ভাষা (সম্ভবত Bengali Language অর্থে), এবং বাংলা ভাষার পর্তুগিজ ব্যাকরণবিদ আস্‌সুম্‌প্সাওঁয়ের লেখায় *বাঙ্গালা ভাষা* এবং আধুনিককালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিয়মিত ব্যবহারের ফলে নামটি প্রমিত রূপলাভ করেছে। *বাঙ্গালা ভাষার* নাম নিয়ে আর কেউ কোনো *বিকল্প প্রস্ড়াব* উত্থাপন করেননি। *বঙ্গদেশের লোক* বোঝাতে *বাঙ্গালী* শব্দের ব্যবহার অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই।[১২] সেই থেকে বঙ্গদেশের জনসংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীকে জাতি হিসেবে বাঙ্গালী (বর্তমান বাঙালি) এবং তাদের ভাষাকে বাঙ্গালী ভাষা (বর্তমানে বাংলা ভাষা) হিসেবে আখ্যাত করা হচ্ছে।

দুই

জাতি তথা জাতিসত্তা গঠনে ভাষার ভূমিকাই প্রধান। বাঙালি জাতিসত্তা গঠনেও বাংলা ভাষার অবদান অসামান্য। বাংলা ভাষা ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan Language) ভাষাগোষ্ঠীর অন্ড়র্ভুক্ত। তবে বঙ্গদেশের চতুর্দিকেই অনার্য ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অস্ট্রো-এশিয়াটিক দ্রাবিড়ীয়, চীনা-তিব্বতি প্রভৃতি। এইসব জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সহবাসের সুযোগে এদের ভাষার অনেক কিছুই বাংলা

ভাষায় আত্মকৃত (Acculturated) হয়েছে। এতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধও হয়েছে। আর এই সংযোগ ও সহবাসের সুবাদে এই ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরাও ধীরে ধীরে স্বীয় ভাষিক সত্তা হারিয়ে বাংলা ভাষার মূলধারায় মিশে গিয়ে বাঙালি হয়ে গেছে— তবে এখনো যারা পাহাড়ে বসবাসরত তারা তাদের ভাষিক সত্তা বজায় রেখেছে।[১৩]

এ সম্পর্কে M.H. Klaiman বলেন : Descendants of non-Bengali tribals of a few centuries past now comprise the bulk of Bengali speakers. In other words, the vast majority of the Bengali linguistic community today represents present or former inhabitants of the previously uncultivated and culturally unassimilated tracts of Eastern Bengal.[১৪]

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়ে তা স্থায়ী রূপলাভ করে। আমাদের এই বদ্বীপের অব্যবহিত পশ্চিমের গাঙ্গেয় সমতলে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান অঞ্চলে পরিবর্তনশীল ফসল উৎপাদন (shifting cultivation) ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে স্থায়ী চাষাবাদের (settled farming) উদ্ভব ঘটানো হয়।[১৫] এরা আগে বন কেটে বনের কোনো অংশ আগুনে পুড়িয়ে পারিবারিকভাবে বীজ ছিটিয়ে শুকনো ধানের (dry rice cultivation) চাষ করত। এ কাজ ছিল ছোটো পরিসরের এবং সীমিত আকারের। নতুন ব্যবস্থার স্থায়ী চাষাবাদ শুর্ হয় বড় আকারের জমিতে এবং জলাভূমিতে (wet rice cultivation)। ফলে এ কাজ কোনো পরিবারের পক্ষে এককভাবে করা সম্ভব নয়। পরিবারের বাইরের নতুন শ্রমশক্তি এবং সামাজিক সহযোগিতাও এতে অপরিহার্য। এ পর্যায়ে আরও গুর্ত্বপূর্ণ বিষয়টি চিহ্নিত করেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বি (D. D. Kusambi) তাঁর প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ব্যাখ্যায়। তিনি বলেছেন : Brahmin rituals were accompanied by “a practical calendar, fair knowledge of agricultural technique unknown to primitive tribal groups which never went beyond the digging stock or hoe.” এবং কোশাম্বিই প্রথম দেখান যে, “প্রাচীন ভারতে প্রধান ঐতিহাসিক পরিবর্তন রাজবংশসমূহের মধ্যে ঘটেনি— ঘটেছে গ্রামীণ

স্থায়ী কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে।[১৬] উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্ম বিশাল সাম্রাজ্যে রূপান্ড্ররিত হলেও অনার্য তৃণমূলের সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। কিন্তু মজার ব্যাপার ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা যদিও এই অনার্য বঙ্গবাসীদের মে-চ্ছ এবং এদের বাসভূমিকে ট্যাবু বলে ঘোষণা করেছেন কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকেই এদেশীয়দের মধ্যে বসবাস শুর্ করেছেন।[১৭] অনার্যরাও এ অঞ্চলে এই অভিবাসী ব্রাহ্মণদের গ্রহণ করেছে তাদের অগ্রসর কৃষিবিষয়ক জ্ঞানের জন্য।[১৮] কারণ তখন বাংলায় কৃষক ও কৃষিভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়াস চলছিল। এজন্যই বলা হয়েছে, since the technological and social conditions requisite for the transition to peasant agriculture, already established in Magadha, had not yet appeared in the delta.[১৯] এই ধারা দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে আটশো বছরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে বাংলার সামাজিক স্ড্ররবিন্যাসে (social stratification) অন্ড়র্ভুক্ত হয়ে জলাভূমিতে ধান উৎপাদনে (wet rice cultivation) সক্ষমতা অর্জন করেছে। এ ব্যবস্থা ছিল প্রকৃতপক্ষে এক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কৃষিবিপ-বের নামান্ড্র। এই বিপ-বের মধ্য দিয়েই রচিত হয়েছে বাঙালি জীবন ও সভ্যতার নতুন ও শক্তিশালী ভিত্তি।

একজন সমাজবিজ্ঞানী বাংলার গ্রামীণ জনপদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবে : গ্রামের মুখ্য অধিবাসী ছিল কৃষিজীবী ও গ্রামীণ কারিগর শ্রেণি, পাশাপাশি তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশার কিছু লোক যেমন— শিক্ষক, পুরোহিত, পন্ডিত, ঢালি, ঢুলি ইত্যাদি। প্রত্যেক গ্রামেই ছিল নিজস্ব কারিগর শ্রেণি অর্থাৎ কামার-কুমোর, ছুতোর, তাঁতি, নাপিত, ধোপা ইত্যাদি। কৃষক-গৃহস্থ ও অন্যান্য গৃহস্থের সারা বছরের কার্কর্মের চাহিদা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দা, খন্ড্র, লাঙল, লাঙলের ফলা, হাঁড়িকুড়ি, ঝুড়ি, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজন এরাই মেটাত।[২০] অর্থাৎ সেকালের বাংলার গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। দৈনন্দিন প্রয়োজনে গ্রামের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন হতো না।

তিন

বাংলার দুশো বছরের (১৩৪২–১৫৩৭) স্বাধীন সুলতানি আমলে দেশটির 'বাংলা' নাম এবং হিন্দু-মুসলমানসহ নানা জাতিগোষ্ঠীর মিশ্র জাতিসত্তা গঠন ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বিকাশে তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় রাজসভা একইসঙ্গে পারসিক রোমাঞ্চ কাব্য এবং বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সুলতান রোকনউদ্দীন বারবাক শাহ (১৪৫৯–৭৪), মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* এবং আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪১৩–১৫১৯) ও নাসিরউদ্দীন নুশরাত শাহর (১৫১৯–৩২) আমলে বিপ্রদাসের *মনসাবিজয়*, বিজয়গুপ্তের *পদ্মপুরাণ*, যশোরাজ খানের *কৃষ্ণমঙ্গল* এবং সংস্কৃত থেকে বিজয় প ্িত ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের *মহাভারত* কাব্যগ্রন্থের অংশবিশেষ রচিত হয়।[২১] বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য এবং ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-পুরাণের বাংলায় অনুবাদ, চৈতন্য প্রভাবিত কূলপ াবী[২২] কীর্তন তথা বৈষ্ণবসাহিত্য গণজাগরণের সংগীতের ধারা এবং বিপুলসংখ্যক মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের বিশাল অবদানে শুধু বাঙালিত্বই পরিপুষ্টতা লাভ করেনি, সমন্বিত বাঙালি জাতিসত্তারও এক ধরনের শক্তিশালী মৌলিক ভিত্তি নির্মিত হয়েছে। এই সময়কে বাঙালির জাতিসত্তার উদ্ভব ও বিকাশের প্রাথমিক যুগ বলেও আখ্যায়িত করা যেতে পরে।

বাংলার এই স্বাধীনতা এবং ভৌগোলিকভাবে প্রান্তিকতা অর্থাৎ উত্তর ভারতের মূল শাসনকেন্দ্র দিল্লি থেকে পূর্ব ভারতের এক দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থান বাংলাকে স্বকীয় সত্তা ও ভারতের কেন্দ্রীয় সত্তা থেকে পৃথক করেছে। বাংলায় এই স্বাধীন সুলতানি আমলের উত্থানকে এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের বাঙালিত্ব ও ভাষার প্রতি ভালোবাসার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে, তাদের স্বাধিকার চেতনা ও বাঙালি সত্তাকে বজায় রেখেছে। সুলতানি আমলেই তার উদাহরণ আছে। তবে রাজা গণেশ (১৪০০–২১) উপাধিধারী পরাক্রমশালী এক জমিদারেরও অবদান আছে বলে অনুমিত হয়।

বাংলার পাল ও সেন আমলের শাসক পরিবার থেকে আসা এই রাজা তুর্কি-আফগান সুলতানি আমলের শাসননীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেন। এবং সুলতানদের পশ্চিম এশীয় ইসলামি শাসননীতিকে নমনীয় অবস্থানে রেখে বাঙালি অভিজাতদের অবস্থা শক্তিশালী করেন এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাকে শাসনকার্য, গণজ্ঞাপন ও গণসংযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় স্থাপন করেন। ফলে শাসকের ফারসি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচার সরকারের কর্মকাণ্ডের অংশ হয়ে যায়। রিচার্ড ইটন বলেছেন : "Through the Sultanate aligned ideologically with the Middle East, it was rooted politically in Bengal."[২৩] এছাড়া বাস্তব সংগত কারণেই সুলতানদের কোনো উপায় ছিল না। বাঙালি অভিজাতরা শাসক হিসেবে ছিলেন। তারা দেশকে এবং দেশের মানুষকে জানতেন। সুলতানরা উত্তরভারত ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রশাসনের জনবল আনলে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান ও জলকাদার পরিবেশে তারা টিকতে পারতেন না। তাই বাঙালি অভিজাতদেরই ট্রেজারি এবং রাজ্যশাসনে স্থান দিতে হয়। নেতাজি সুভাষ বোস যথার্থই বলেছেন বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমল ছিল হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত শাসন।

তবে ষোড়শ শতকে বঙ্গদেশ মোগলদের অধিকারে আসার পর 'সুবে বাংলা' গঠিত হয়ে ভৌগোলিক ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি এবং কেন্দ্রীয় শাসনের অসাম্প্রদায়িক উদ্যোগে বাংলা সাহিত্য ও ভারতীয় ধর্মদর্শন মহাকাব্য বাংলায় অনুবাদ কর্মসম্পাদন হলেও দেশজ বাঙালি মুসলমান সমাজের ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি সমস্যারও সৃষ্টি হয়। ওই আমলে অভিজাত মুসলমানেরা উত্তরভারতের মুসলমানদের প্রভাবে নিজেদের 'আশরাফ' বা 'অভিজাত' ভাবতে শুরু করেন। এবং মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকেই নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ভাষা বলে পরিচয় দিতে থাকেন। যোড়শ শতাব্দীতে কবি সৈয়দ সুলতান (১৫৫০–১৬৪৮) যখন বাংলায় *শব-ই-মিরাজ* (১৫৮৬) শীর্ষক কবিতা রচনা করেন, আশরাফ সম্প্রদায়ের লোকেরা সেজন্য তাঁকে 'মুনাফেক' হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু বাঙালি কবি

নিজের মাতৃভাষায় ইসলামি বিষয়ে কবিতা লেখাকে নিজের অধিকার মনে করে লেখেন : "যারে যেই ভাষে প্রভু করিলেন সৃজন/সেই ভাষ হয় তার অমূল্য রতন।"[২৪] স্বাধীনচেতা কবির এই প্রাজ্ঞ বক্তব্যের পরও যে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল, এমন মনে হয় না। যদি পরিবর্তনই হবে, তাহলে পরবর্তী শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম কেনই বা অত উগ্র ভাষার উচ্চারণ করবেন : "যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সে জন কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।"[২৫] তবে এই বাধা সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমানেরা, বিশেষ করে চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, নোয়াখালীর সেকালের বিপুলসংখ্যক কবি মধ্যযুগের যে-বিশাল কাব্যভাণ্ডার রেখে গেছেন, তাতে বোঝা যায়, বাঙালির মাতৃভাষাপ্রীতি এবং সাহিত্যসৃজন ক্ষমতার অসামান্যতায় বাঙালিত্ব মধ্যযুগেই শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেছে। এমন প্রমাণ হিসেবে সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভা ও রোসাঙ্গ রাজসভায় মুসলমানদের হাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে বিকাশ ঘটে তা বিস্ময়কর। মগ[২৬] অধ্যুষিত আরাকান অঞ্চলে বাংলা ভাষা সাহিত্যের বিপুল বিস্ড়ার ও গভীরতা লাভের ফলেই কবি দৌলত কাজী (আনু. ১৬০০–১৬৫০), কোরেশী মাগন ঠাকুর (আনু. ১৬০০–১৬৬০), মহাকবি আলাওল (আনু. ১৬০৭–১৬৮০) প্রমুখের আবির্ভাবকে বাংলা সাহিত্যের নবযুগের সূত্রপাত বলে মনে করা যায়। পূর্ব বাংলা তথা চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের এই মাতৃভাষাপ্রীতি এবং এই ভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বাঙালিত্ব ও বাংলা ভাষাভিত্তিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে সেকথা বলা যেতেই পারে।